বিসিএস ভাইভা প্রস্তুতি: যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন

মো. এমদাদুল হক সরকার

বিসিএসের চূড়ান্ত ধাপ হলো ভাইভা। এ ধাপে ভালো করতে প্রয়োজন পরিকল্পিত প্রস্তুতি, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার দক্ষতা। ভাইভা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলো তুলে ধরা হলো।

প্রথমে ক্যাডার পছন্দ

ভাইভা বোর্ডে সাধারণত ক্যাডার চয়েজ, নিজের পরিচয়, নিজ জেলা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। নিজের পঠিত বিষয় ইংরেজির সঙ্গে প্রথম ক্যাডার চয়েজের সম্পর্ক কী, কেন বিসিএস প্রশাসনকে প্রথম পছন্দ হিসেবে রেখেছেন, এসব প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে পারেন। তাই এ ধরনের প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে গুছিয়ে রাখুন। নিজের পরিচয়, পছন্দের ক্যাডার এবং সেগুলো বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রস্তুতি নিন।

নিজ বিষয়ের প্রস্তুতি

ভাইভা বোর্ডে নিজের পঠিত বিষয় থেকে প্রশ্ন করা হয়। তাই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়া গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটগুলো ভালোভাবে ঝালিয়ে নিন; বিশেষ করে শিক্ষা ক্যাডার যাঁদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে, তাঁরা নিজ বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস অনুসরণ করে প্রস্তুতি নিতে পারেন। এতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ঝালাইয়ের পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে।

পছন্দের ক্যাডারে বিস্তারিত জানা

প্রথম তিনটি ক্যাডার চয়েজ নিয়ে বিস্তারিত প্রস্তুতি রাখুন। সাধারণত পছন্দের তালিকার প্রথম দিকের ক্যাডারগুলো থেকে বেশি প্রশ্ন করা হয়। তবে কোনো কোনো বোর্ডে চতুর্থ বা পঞ্চম পছন্দের ক্যাডার থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে। প্রতিটি ক্যাডারের কাজ, দায়িত্ব, সুযোগ-সুবিধা ও কর্মপরিধি সম্পর্কে জানুন। বর্তমানে কোনো চাকরিতে কর্মরত থাকলে সেই চাকরির অভিজ্ঞতা কীভাবে প্রথম পছন্দের ক্যাডারে কাজে লাগাতে পারবেন, সেটিও ভেবে রাখুন। নিজের বর্তমান কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা জরুরি।

সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা

ভাইভা প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমসাময়িক বিষয়। এ জন্য নিয়মিত দুটি বা তিনটি পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পড়তে পারেন। প্রয়োজনীয় তথ্য ও ঘটনাগুলো আলাদা খাতায় নোট করে রাখুন। ভাইভায় পরিস্থিতিভিত্তিক প্রশ্নও করা হয়। তাই সাম্প্রতিক সমসাময়িক ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করুন। সম্ভাব্য পরিস্থিতি কল্পনা করে সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টা করুন। এতে বিশ্লেষণী দক্ষতা বাড়বে।

আত্মবিশ্বাস বাড়ান

অনেকের মুখের জড়তা থাকে, যা ভাইভায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ সমস্যা কাটাতে পূর্বে বিসিএস ভাইভায় অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন কোনো সিনিয়র ভাই বা আপুর সঙ্গে নিয়মিত অনলাইনে কথা বলুন। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভাষাতেই আলোচনা করুন। এই অনুশীলন সাবলীলভাবে কথা বলার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়ক হবে। ভাইভা বাংলায় হবে, নাকি ইংরেজিতে, তা আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা কঠিন। তাই উভয় ভাষায় প্রস্তুতি রাখুন।

প্রস্তুতির জন্য বাজারে প্রচলিত ভাইভা-সংক্রান্ত বই, পত্রপত্রিকা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, দেশি-বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিতে পারেন। পাশাপাশি বোর্ডভিত্তিক প্রস্তুতিও জরুরি। বিভিন্ন প্রার্থীর বিগত

ভাইভার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করুন। কোন বোর্ডে কী ধরনের প্রশ্ন বেশি করা হয়, সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে প্রস্তুতি

আরও গোছানো হবে।

বিসিএস ভাইভার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও সমান জরুরি। মনে রাখতে হবে, সব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব নয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে অযথা অনুমান না করে বিনয়ের সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করুন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন, প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। পরিকল্পিত প্রস্তুতি, নিয়মিত অনুশীলন এবং ইতিবাচক মানসিকতাই ভাইভা বোর্ডে নিজেকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের ভিত্তি।

আজকের পত্রিকা